যুগান্তর

তারিখ : 22 DEC 2015
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

সময়মতো পাঠ্যবই বিতরণে অনিশ্চয়তা

প্রাথমিকের ৪ কোটি বই ছাপানোর কাজ বাকি

মুসতাক আহমদ

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে বাকি আছে আর মাত্র নয় দিন। কিন্তু এখনও ছাপানোর কাজ শেষ হয়নি চার কোটির বেশি বিনা মূল্যের পাঠ্যবই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে এ বই তুলে দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে আশংকা সংশ্লিষ্টদের। তবে অনিশ্চয়তার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বই পাবে। এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আমরা সে লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রাথমিকের বই ছাপানোর কাজ বাকি আছে অন্তত চার কোটি। পাশাপাশি ছাপানোর কাজ শেষ হয়নি মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১৫ লাখ বই। ছাপানোর কার্যাদেশ বিলম্বে দেয়ার কারণেই মূলত প্রাথমিক বইয়ের কাজ শেষ হয়নি। অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) যথাসময়ে কাগজ সরবরাহ করেনি। এতে মাধ্যমিকের বই ছাপানোর কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এ অবস্থায় ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে বই ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করতে বেছে নেয়া হয়েছে বিকল্প পথ। সেটি হচ্ছে, যেসব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকের কাজ পেয়েছে এবং এর অগ্রগতি খুবই সামান্য, সে ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে মোট কাজের ২০ ভাগ কেটে নিয়ে অন্য মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হবে। কাজ পাওয়া প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ ভাগ কেটে অন্যদের দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল। সোমবার রাতে তিনি বলেন, 'দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে কাজ নিয়ে তা অন্যদের দিয়ে করানো হবে। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত এ ধরনের ৩টি প্রতিষ্ঠানের কাজ অন্যকে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরও কোনো দুর্বল প্রতিষ্ঠান আছে কিনা তা চিহ্নিত করার কাজ চলছে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান বই কম ছেপেছে তাদেরকে আমরা দুর্বল হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি।' আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা এবার প্রাথমিকের জন্য ১০ কোটি ৮৭ লাখ বই ছাপছি। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সে হিসাবে সোয়া তিন কোটি বই ছাপানোর কাজ বাকি আছে।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপানোর কাজ দেয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্তত ১০টি প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থানে আছে সাবেক একজন মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠান— ধলেশ্বরী। এ ছাড়া ডিজিটাল এবং সীমান্ত নামে প্রতিষ্ঠান দুটির অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়। সোমবার এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২০ ভাগ করে কাজ কেটে নিয়ে নতুন ৫টি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে। সীমান্ত প্রতিষ্ঠানটি বই মুদ্রণ জগতের মাফিয়া হিসেবে পরিচিত সরকার গ্রুপের প্রতিষ্ঠান। এবার মোট ২২টি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিকের সব বই ছাপার কাজ পেয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠানই সরকার গ্রুপের। এগুলো হল : সীমান্ত, বলাকা, বুকম্যান এবং সরকার গ্রুপ। নিম্নমানের কাগজে বই ছাপানো, সরকারি কাগজ বিক্রি করে অন্য কাগজে বই ছাপানো, আগের বছরের বই পরের বছর সরবরাহ করাসহ নানা ধরনের অপকর্মে জড়ানোর অভিযোগ আছে সরকার গ্রুপের

অনিশ্চয়তা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

অনিশ্চয়তা : বিতরণে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। এনসিটিবির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, 'দুর্বল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ নিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার এ বিকল্প পথে হাঁটার একমাত্র কারণ যথাসময়ে বই শিশুদের হাতে তুলে দেয়া। যথাসময়ে বই ছাপানোর কাজ শেষ করতে আমাদের সামনে এ ছাড়া বিকল্প নেই। খোদ শিক্ষামন্ত্রী এ কাজ তদারকি করছেন।' ওই সদস্য বলেন, 'আমরা নিজেরা ২৪ ঘণ্টা কাজ করছি। বাসায় যাচ্ছি না। অফিসেই ঘুমাচ্ছি। আর রাতে বেরিয়ে ছাপাখানা পাহারা দিচ্ছি যে, তারা কাজ করছে কিনা।' ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, '৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে বইয়ের কাজ শেষ করতে শিক্ষামন্ত্রী আরও বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ছাপার কাজ তদারকি অন্যতম। বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে সংশ্লিষ্টদের তিন শিফটে কাজ করানোর অনুরোধ করেছি। এটা তারা করে কিনা তা দেখতে এনসিটিবির বিভিন্ন টিম পালাক্রমে সার্বক্ষণিক মুদ্রণালয় পরিদর্শন করছে। এ ছাড়া রাত ১২টার পর চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে যাচ্ছেন।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাজ পাওয়া ২২টি প্রতিষ্ঠানের একটির মালিক রাব্বানী জব্বার সোমবার বিকালে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, '২০ শতাংশ কাজ নিয়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার কোনো সিদ্ধান্ত আমরা এখনও পাইনি। কার্যাদেশ দেয়ার তারিখ থেকে নির্ধারিত যে সময় আমরা পাব, তা এখনও শেষ হয়নি। আমরা পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা মনে করছি না যে, সময়মতো কাজ শেষ করতে পারব না।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরাও চাই সরকারি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হোক। সে জন্য তারা যদি মনে করে আমাদের থেকে কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করাবে, তাতে আমাদের আপত্তি থাকবে না।' বইয়ের কাজ পাওয়া আরেকজন মুদ্রণকারী নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, 'এনসিটিবি এবার আমাদের কার্যাদেশ দিতে দেরি করেছে। যেদিন কার্যাদেশ দেয়, আইনত সেদিন থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করার সময় পাব। কিন্তু আমরা সময়ের দিকে না তাকিয়ে কাজ করছি।' মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্ণধারের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত তারা ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের বই সব দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন। কেননা বছরের প্রথম মাসের পাঠদান এই বিষয়গুলোকে ঘিরেই হয়ে থাকে। এরপর ১২ জানুয়ারির মধ্যে তারা সমাজ, বিজ্ঞান এবং ধর্ম বই দেয়ার চিন্তাভাবনা রেখেছেন। তবে এ বিষয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলছেন, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই সব বইয়ের কাজ শেষ করতে তারা বিকল্প পন্থায় যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এবার প্রাক-প্রাথমিকে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৩। বই ছাপানোর কথা রয়েছে ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২টি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত চার কোটি ৪৪ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জন্য ৩৩ কোটি ৩৯ লাখ ৬১ হাজার ৭২৪ কপি বই ছাপানো হচ্ছে।

দুই মন্ত্রণালয়ের বই উৎসব পৃথক দিনে : বছরের শুরুতে যেদিন শিশুদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেয়া হয়, সেদিনকে সরকার 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' দিবস হিসেবে পালন করে। ২০১১ সাল থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে এই উৎসবটি কেন্দ্রীয়ভাবে পালন করে আসছিল। কিন্তু এবার প্রথমবারের মতো দুই মন্ত্রণালয় আলাদা হয়ে গেল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ১ জানুয়ারি উৎসবটি পালন করবে। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় করবে ২ জানুয়ারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১ জানুয়ারি সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় ২ জানুয়ারি উৎসব করার দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে বলেছে, তারা শুক্রবারই এ উৎসব পালন করবে। ৩১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিনা মূল্যের পাঠ্যবই বিতরণের কাজ উদ্বোধন করবেন।